১৯-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার-সাগর মন্থন করে ভারতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এবং নতুন দুনিয়ার যুগকে প্রমাণ করতে পারলেই কল্পের আয়ু এমনিই প্রমাণ হয়ে যাবে "

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এমন কোন বিষয়ে গভীর উদ্বেগ আছে যা অন্য মানুষের থেকে ভিন্ন ?

উত্তরঃ - তোমাদের গভীর উদ্বেগ হলো, পাপাদিতে পূর্ণ বিশ্ব-তরণীর স্যালভেজ করে (জলগর্ভ থেকে উদ্ধার করা) সবাইকে সত্য নারায়ণের কথা বা অমরকথা শুনিয়ে সকলের উন্নতি করা। কিন্তু বড় বড় মহল, অহর্নিশি বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি থাকায় মানুষ বুঝতে পারেনা যে সেসব ফলস্, আর্টিফিশিয়াল উন্নতি। প্রকৃত উন্নতি ছিল সত্যযুগে, বাবা এসে যা আবার ফিরিয়ে আনছেন।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ. . .

ওম্ শান্তি। দীননাথ নিশ্চয়ই এসেছেন, কিন্তু তাঁর আসার সঠিক দিন বা সময়ের উল্লেখ নেই। যেমন বলা হয়, আজ অমুক দিন, অমুক মাস, অমুক বছর তেমনই নিশ্চিত ডেট, যুগ প্রভৃতির উল্লেখ থাকা উচিৎ। যাই হোক, দীননাথ কবে এসেছেন, তারা সেই প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ করেনি। সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণ যে বিদ্যমান ছিলেন সেই সময়কালের উল্লেখ থাকা উচিত্, যে, তাঁদের রাজত্বকাল অমুক অব্দে ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগারম্ভকাল বিদ্যমান এবং অন্য সকলেরও তাদের নিজ নিজ সন তারিখ বিদ্যমান। গুরু নানকেরও অবশ্যই লেখা হয়ে থাকবে যে, কোন সালে তিনি জন্ম নিয়েছেন। সন তারিখ ছাড়া তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারত শাসন করতেন, সুতরাং, তাঁদের শাসনকালের সন তারিখ অবশ্যই থাকবে। তাঁদের শাসনযুগই স্বর্গের যুগ। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করেছেন, কোন যুগ থেকে কোন যুগ পর্যন্ত তাঁরা শাসন করেছেন ? বলা হয়ে থাকে এই শাসনকাল পাঁচ হাজার বছর আগের। গীতা জয়ন্তীর সময় কিন্তু আলাদা। শিব জয়ন্তী এবং গীতা জয়ন্তীর মধ্যে ফারাক নেই। কৃষ্ণ জয়ন্তী আবার একটু আলাদা হবে। তোমাদের লিখতে হবে, লক্ষ্মী- নারায়ণেরও সেই একই যুগ। এও তোমাদের বিচার-সাগর মন্থন করতে হবে, পাবলিককে কিভাবে বোঝাবে ! লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগ কেন দেখানো হয়না ? তারা বিকর্মের সময়কাল দেখায়, কিন্তু বিকর্মজিত্ হওয়ার সময় কোথায় ? তোমরা বাচ্চারা এখন ভালোভাবে জানো, সুতরাং, তোমাদের উচিত্ ভারতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এবং নতুন দুনিয়ার শকাব্দ উল্লেখ করা। নতুন দুনিয়ায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল, অতএব তোমরা এটা তাঁদের যুগও বলতে পারো। তোমরা হিসেব করলে দেখবে এই শকাব্দ পাঁচ হাজার বছর আগের। তোমাদের প্রমাণ সাপেক্ষে কল্পের আয়ু সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে আর তারা যে লক্ষ বছর লিখেছে তা ভুল প্রমাণিত হবে। বাবা, যিনি মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের বীজ, তিনি এসে এই সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের কথা জানেন। লক্ষ্মী- নারায়ণের ডিনায়স্টি পাঁচ হাজার বছর আগে বিদ্যমান ছিল, আর রাম-সীতার ডিনায়স্টি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ বছর আগে বিদ্যমান ছিল, তারপর তাঁদের ডিনায়স্টি চলতে থাকে। এরপরে রাজা বিক্রমের যুগ শুরু হয়। এমনকি রাজা বিক্রমের যুগও সঠিক নয় ; মাঝখানের কিছু বছর লুপ্ত। এটা হওয়া উচিত্ ২৫০০ বছর। এর কিছু পরেই ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের শুরু হয়। এদের যুগ দু'হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে এমন দেখানো হয়েছে। তোমরা

জানো যে, তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে, সেই তোমরাই চক্র আবর্তন সম্পূর্ণ করে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ । খুব স্পটভাবে তোমাদের এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাতে হবে । ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হচ্ছ । যদি তোমরা এই হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি বুঝে থাকো, তবে যুগও বুঝতে হবে । সিঁড়ির ছবিতে শকাব্দ লেখা আছে । ভারতের সন তারিখ লুপ্ত হয়ে গেছে । যাঁরা পূজ্য ছিলেন তাঁদের সময়কাল তারা হারিয়ে ফেলেছে । তারপর পূজারীদের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল । তারা অশোক পিলারের প্রসঙ্গে বলে । অশোক অর্থাত্ শোক রহিত । দ্বাপর যুগে অশোক তো কেউ হয়ই না । অশোক স্তম্ভ অর্ধকল্প ধরে সত্যযুগ আর ত্রেতা পর্যন্ত চলে । এটা তাঁদের মহিমা ; শোক পিলারের কোনও মহিমা হয়না । এখানে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই । তারা নাম রেখেছে অশোক হোটেল, কিন্তু এটা সেরকম নয় । অর্ধকল্প ধরে তারা ক্ষণভঙ্গুর সুখকে অশোক বলে, অথচ অশোক হওয়ার মতো (দুঃখ ব্যতীত) তেমন কোনও কিছুই এখানে নেই । তারা মদ- মাংস এবং নানারকম অপবিত্র জিনিস ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তারা বুঝতে পারেনা কিভাবে দুঃখী হয়েছে আর তার কারণই বা কি ! এখন তোমরা বুঝতে পারছ, পূর্ব কল্পে যারা সুখী ছিল তারাই এইসব কথা শুনবে । যারা ওখানে ছিলনা তারা শুনবেও না ! যারা ভক্তি সম্পূর্ণ করেছিল তারা এসে কিছু না কিছু শিক্ষা নেবে । এই নলেজ শুনে লোকে খুশি হবে । ছবিও ক্লিয়ার আর শকাব্দেরও উল্লেখ আছে । ব্রহ্মা বিষ্ণুর জন্মও এখানেই হতে হবে কিন্তু শংকর সূক্ষ্মবতনের আর শিব হলেন মূলবতনের । তারা সূক্ষ্মবতন বা মূলবতন সম্পর্কে কিছু জানেনা, এইজন্য তারা শিব-শংকরকে একসাথে মিলিয়ে দিয়েছে । শিব পরমপিতা, পরমাত্মা সেখানে শংকর হলেন দেবতা । দুজনে একত্রীকৃত হতে পারেননা । বাচ্চারা তোমাদের এখন ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা এখন সেই নেশায় চড়ে আছ । দিনরাত এই উত্সাহ থাকা উচিত্ কিভাবে অন্যদের বোঝানো যায় । অজ্ঞানীকেই একমাত্র বোঝানো যায় । তোমরা বুঝতে পারছ যে, ভারত পূর্বে কি ছিল আর কিভাবে ডাউনফল হয়েছে । দুনিয়ার সবাই ভাবে কত উন্নতি হয়েছে ! আগে তো এত বড় বড় মহল, বিদ্যুত্ ইত্যাদি কিছু ছিলনা । আর এখন প্রভূত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা জানেনা যে, এই বিশাল উন্নতি সবটাই আর্টিফিশিয়াল, মেকি ! প্রকৃত উন্নতি ছিল সত্যযুগে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, তারা তাদের বাঁধা নিয়মে চলে, তোমাদের নিয়মধারা ভিন্ন । তোমরা খুশি এই কারণে যে, ময়লা জলে ডুবন্ত বিশ্ব তরণীকে বাবার নলেজ দ্বারা তোমরা স্যালভেজ করছ । বাবা আবারও একবার সত্য নারায়ণ হয়ে ওঠার অমর কথা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে লোকে নানারকম গল্পকথা শোনায় । তোমরা বুঝতে পারো সেইসব বানানো, এতে কোনও লাভ হয়না । তোমরা তো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ছ, তবুও তো দুনিয়া ক্রমশঃ তমঃপ্রধান হয়েই যায় । তোমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচেই নেমেছ, লাভ কি হয়েছিল ? শিখেরাও সম্মিলিত হয়, যেখানে এক পুকুরে তারা স্নান করে । গঙ্গা- যমুনা নদীকে তারা মানেনা । শিখেরা কুম্ভ মেলায় যায়না, তারা তাদের নির্দিষ্ট পুকুরেই যায় । তাদের বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে । কখনও কখনও তারা সেই পুকুরের সংস্কার করে অর্থাত্ পরিষ্কার করে । সত্যযুগে এইসবের কোনও অস্তিত্বই নেই । সত্যযুগে নদী ইত্যাদি সবই সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ । সেখানে গঙ্গা -যমুনায় কোনরকম ময়লা বা আবর্জনা পড়েনা । সেখানের গঙ্গাজল আর এখানের গঙ্গা জলে রাতদিনের ফারাক । এখানে গঙ্গায় অনেক আবর্জনা পড়ে, সেখানে সবকিছু ফার্স্টক্লাস । বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন অনেক খুশি, তোমাদের ভবিষ্যত্ রাজধানীও এইরকম হতে যাচ্ছে । পাঁচ হাজার বছর পরে শ্রীমৎ অনুসরণ করে আবার একবার আমরা স্বর্গ স্থাপনা করছি । যাকে বলা হয় স্বর্গ, বৈকুন্ঠ, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য শাসন করেছিলেন । শান্তিধাম এবং নির্বাণধাম এক । তোমরা জানো, আমরা শান্তিধামে কিভাবে বাস করি । সর্বোচ্চে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা,বিষ্ণু এবং শংকর ; তারপরে দেবতাদের মালা, তারও পরে ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র । নিরাকার ঝাড় থেকে নম্বর অনুসারে আত্মারা নীচে আসতে থাকে । যারা সত্যযুগে আসবেনা তারা কখনও পড়তে আসবেনা । এমনকি হিন্দু ধর্মই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । কেউ জানেনা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বিদ্যমান ছিল । সেই ধর্ম কিভাবে, কখন স্থাপিত হয়েছিল তা' কারও জানা নেই । এই নলেজ এখন তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরাও অন্যদের বুঝিয়ে দাও । চিত্র বুঝতে খুব সহজ । যে কোনও কাউকে তোমরা বোঝাতে পারো, কখন, কিভাবে তাঁরা রাজ্য লাভ করেছিলেন এবং কতদিন তাঁরা রাজ্য শাসন করেছিলেন । রামসীতারও শাসনকালের শকাব্দ থাকা উচিত্, কত অব্দ থেকে কত অব্দ পর্যন্ত তাঁরা রাজ্য শাসন করেছেন ! পরে পরে পতিত রাজারা শাসন করতে শুরু করে । দেবতারাই মুখ্য যাঁদের পূজা হতো । বাস্তবে, যাঁরা পূজার যোগ্য তাঁদের মহিমা হওয়া উচিত্ । ভক্তিমার্গে তারা সবার পূজা করতে থাকে । প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সময়ে মহিমা হয় । তারা এটাও জানেনা যে, মন্দিরে তারা কার পূজা করছে ! এখন তোমরা তাদের বোঝাচ্ছ যা শুনে তারা খুশি হচ্ছে, আর সেই কারণেই তো তারা সেন্টার খুলছে । তারা জানে, এই নলেজের মাধ্যমে তারা সেই দেবতা হবে । বাবা এসে গরীবকে ধনবান তৈরি করেছেন । বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের বোঝান আর তোমরা বাচ্চারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে তাদের ভাগ্য জাগিয়ে দাও । এই সময় তোমরা বাবার থেকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শুনছ, এইসব বুঝতে পারলে তোমাদের সবকিছু জানা হয়ে যাবে । বিশ্বের রচয়িতা, যিনি বীজরূপ তিনি ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিজিওগ্রাফি বলবেন । তিনিই নলেজফুল । তিনি নিরাকার শিব । দেহধারীকে ভগবান, রচয়িতা বলা যাবেনা । নিরাকারই সমস্ত আত্মাদের পিতা । তিনি এখানে বসে সমস্ত আত্মাদের বোঝান, আমি পরমধাম নিবাসী । আমি এই শরীরে এসেছি ; আমিও আত্মা । বাচ্চারা, আমি বীজরূপ, নলেজফুল হওয়ার কারণে তোমাদের বোঝাই । এর মধ্যে না কোনও কৃপা বা আশীর্বাদের কথা আছে, আর না কোনও স্বল্পকালীন সুখের কথা আছে ; অন্যরা সাময়িক সুখ দিতে পারে । কারও কিছু প্রাপ্তি হলে, সেই ব্যক্তির নাম বিখ্যাত হয়ে যায় । এখানে তোমাদের প্রাপ্তি ২১ জন্মের । সেতো বাবা ছাড়া আর কেউ এইরকম প্রাপ্তি করাতেই পারবেনা । ২১ জন্মের জন্য তোমাদের নীরোগ কায়া কেউ বানিয়ে দিতে পারবেনা । ভক্তিমার্গে সামান্য সুখলাভেও মানুষ খুশি হয়ে যায় । এখানে ২১ জন্মের প্রারব্ধ লাভ করে । তাসত্ত্বেও, অনেকজন আছে যারা পুরুষার্থ করেনা ; এটা তাদের ভাগ্যে নেই । সবাইকে একরকম পুরুষার্থ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় । অন্য পড়ায় তোমরা ভিন্ন ভিন্ন টিচারও পেয়ে যেতে পারো । এখানে তো তোমাদের একমাত্র টিচার একজন । হতে পারে আলাদাভাবে তুমি কাউকে বোঝাচ্ছ, কিন্তু নলেজ তো সেই একই । এটা নির্ভর করে কতটা জ্ঞান একজন নিতে পারে ! এই একটা কাহিনীর মধ্যে সমস্ত মর্মার্থ মিশে আছে । বাবা তোমাদের সত্য নারায়ণের কথা শোনান । তোমরা তাদের তিথি -তারিখ সব বলতে পারো । কোনো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি সত্য নারায়ণের কথা শুনাতে পারে কারণ সমগ্র কাহিনী তারা কন্ঠস্থ করে নেয় । তোমরাও সত্য নারায়ণের কাহিনী কন্ঠস্থ করতে পারো । এটা খুব সহজ । বাবা সর্বাগ্রে বলেন, মনমনাভব ! তারপর হিস্ট্রি বোঝাও । তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগ দেখাতে পারো । আসুন ! আপনারা এখানে এলে আমরা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পারি বাবা কিভাবে সঙ্গমযুগে আসেন । ব্রহ্মাতনে এসে সব বুঝিয়ে দেন । কাকে ? যারা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, যাঁরা পরে দেবী-দেবতায় পরিগণিত হন । এটা ৮৪ জন্মের কাহিনী, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার । এটাই পুরো নলেজ যা তোমাদের অবশ্যই শুনে পরে রিপিট করতে হবে । এটা তখন তোমাদের বুদ্ধিতে আসবে যে, তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে এবং কিভাবে তারপর চক্রে এসেছিলে ! এই হলো সত্য নারায়ণের কথা । কত সহজ এটা ! কিভাবে আমরা রাজ্য লাভ করেছিলাম আর তারপর কিভাবে হারিয়ে ফেলেছি ! কত সময় আমরা রাজ্য শাসন করেছি ! লক্ষ্মী-নারায়ণের কুল

এবং তাঁদের রাজবংশ ছিল । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজ ঘরানা ছিল । বাবা এখন সঙ্গমযুগে এসে শূদ্রবংশীকে ব্রাহ্মণবংশী বানান । তোমরা প্রকৃত সত্য কাহিনী শুনছ । সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের হীরে-জহরতের মহল ছিল । এখন কি হয়েছে ! বাবা তোমাদের এই কাহিনী আগেই শুনিয়েছেন । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো খাদ উধাও হয়ে যাবে । যত খাদ তোমরা সরাবে তোমাদের পদও আরও উঁচু হবে । নম্বর অনুসারে সবাই বোঝে । বাবা জানেন, কারা যথার্থভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে । বোঝানোর ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে নেই, এটা খুব সহজ । এটা সুবিদিত আছে যে, মানুষ দেবী -দেবতা হয় । বারংবার সত্য নারায়ণের কথা শুনাতে থাকো । অন্য কাহিনী মিথ্যা ; সত্য কাহিনী এটাই । সেন্টারে সত্য নারায়ণের কথা শোনানো এবং মুরলি পড়া সহজ । যে কেউই সেন্টার চলাতে পারে কিন্তু তোমাদেরও ভালো লক্ষণ হওয়া চাই । তোমাদের একে অপরের সাথে নুন জলের মতো হওয়া উচিত্ নয় । তোমরা নিজেদের মধ্যে মিষ্টি না হয়ে চললে তোমরা তোমাদের সম্মান হারাবে । বাবা বলেন, তোমরা আমার বদনাম করলে, তোমরা উঁচু পদ লাভ করতে পারবেনা । গুরুগণ তাদের নিজেদের জন্য বলে দিয়েছে । তারা কোনো লক্ষ্যের কথা বলেনা । এক এবং একমাত্র বাবা তোমাদের লক্ষ্য দেখিয়ে দেন । যদি তোমরা তাঁর নিন্দা করো তবে তোমরা লোকসানের ভাগী হবে এবং তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । যদি তুমি মুখ কালো করো তবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলবে । কেউ কেউ আছে যারা হার স্বীকার করে নেয় । কেউ সততার সাথে লেখে কেউ আবার মিথ্যাও বলে । নিরন্তর সত্য কথা শুনালে বুদ্ধি থেকে সমস্ত মিথ্যা বেরিয়ে যাবে । তেমন কোনও কর্ম করোনা যাতে বাবার বদনাম হয় । যাদের সেইরকম অবস্থা থাকে তারা যেখানেই যাক তাদের ব্যবহার একইরকম থাকে । তারা বুঝতে পারে, তারা শোধরাতে পারবেনা । সেইজন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়, তোমরা গৃহস্থ
ব্যবহারে থাকো এবং যখন নলেজের ধারণা হয়ে যাবে তখন সার্ভিস কোরো । ঘরে থাকলে তোমাদের ওপর পাপ জমা হবেনা । এখানে যখন তোমরা কমন ব্যবহার করো তখন তোমরা নিন্দার কারণ হও । এর থেকে তোমাদের পরিবারের সাথে কমল ফুলসম হয়ে ঘরে থাকা ভালো । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) তোমার ভিতর থেকে যাতে মিথ্যা বেরিয়ে যায় তার জন্য তোমাদের সবসময় সত্য নারায়ণের কথা শুনতে হবে এবং শোনাতে হবে । এমন ব্যবহার করা উচিত্ নয় যাতে বাবার নিন্দা হয় ।

২) নিজেদের মধ্যে খুব মধুরতা বজায় রাখতে হবে, কখনও নুনজলের মতো হয়োনা । ভালো গুণ ধারণ করে তারপর সেবা করো ।

বরদানঃ- সন্তুষ্টির আধারে আশীর্বাদ দিয়ে এবং নিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব
সকলের আশীর্বাদ তারই লাভ হয় যে স্বয়ং সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করে । যেখানে সন্তুষ্টি আছে সেখানে আশীর্বাদ আছে । যদি সর্বগুণ ধারণ করতে বা সর্বশক্তি কন্ট্রোল করতে মেহনত লাগে তাহলে তাও ছেড়ে দাও, শুধু অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত দান (শুভ ভাবনার দান) দেওয়া এবং

গুরুজনের আশীর্বাদ নেওয়ার একটাই কার্য করো তাহলে এর মধ্যেই সবকিছু এসে যাবে । কেউ দুঃখ দিলেও তুমি শুভ ভাবনা রাখো তবে সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যে সমর্পিত স্থিতিতে থাকে তার কাছে সকলের সহযোগ স্বতঃ সমর্পিত হয়ে যায় ।